॥ পুরুষপরীক্ষা ॥

'মৈথিল-কোকিল' বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলাধিপতি শিবসিংহের সভাকবি। তাঁর দ্বারা রচিত হয় নাতিবৃহৎ ৪৪টি গল্পবিশিষ্ট গ্রন্থ 'পুরুষপরীক্ষা'। এগুলির মধ্যে কিছু গল্প পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের ক্ষুদ্রাকার গল্পসমূহের মতো নীতি-উপদেশমূলক। জনপ্রিয় লৌকিক-কাহিনীও বিধৃত হয়েছে এই গ্রন্থে। পুরুষোচিত গুণাবলীর শংসাসূচক এই গল্পগুলি মনোজ্ঞ, সহজ ও সুখপাঠ্য। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলের পক্ষেই এই গল্পগুলি হৃদয়স্পর্শী হয়েছে। কাহিনীতে বিধৃত কৌতুক-পরিহাস এবং নীতি-উপদেশ সবকিছুর মধ্যেই রয়েছে বৈচিত্র্য। এর মধ্যে গ্রথিত হয়েছে নানা স্বাদের হার্দিক গল্প। বিবিধ বর্ণের কুসুম-রচিত মালার মতো এতেও আছে নানা রসের গল্প-কুসুমকলি।

'পুরুষপরীক্ষা' গ্রন্থ-প্রস্তাবনায় দ্যোতিত হয়েছে এই গ্রন্থ-সৃজনের উদ্দেশ্য। মিথিলা-নরেশ শিবসিংহের আদেশানুসারে কুমারগণের নীতিশিক্ষা এবং পুরাঙ্গনাদের চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত আলোচ্য 'পুরুষপরীক্ষা'র সৃষ্টি-প্রয়াস।

'পঞ্চতন্ত্রে'র গল্পসমূহের মতো একটি মূল কাহিনীর পটভূমিতে বিচ্ছিন্ন গল্পগুচ্ছকে একসূত্রে গেঁথেছেন নিপুণ কবি বিদ্যাপতি।

রাজকুমারীর বিবাহের জন্য পাত্র (পুরুষ) নির্বাচন বা অনুসন্ধান বিষয়কে কেন্দ্র করে 'পুরুষ-পরীক্ষা'র গল্পগুলি রচিত হয়েছে। প্রকৃত পাত্র বা পুরুষের গুণাবলী পরীক্ষাই আলোচ্য গ্রন্থের উপজীব্য বিষয়। সমাজের নানাস্তরের মানুষের (পুরুষের) চরিত্র চিত্রিত হয়েছে এই গ্রন্থে। দানশীল, দয়াবান, সত্যব্রতী, গুণাধার পুরুষচরিত্রও যেমন আছে তেমনি চোর, অসাধু, নীচ প্রভৃতি নানা মন্দ-পুরুষের চরিত্রও চিত্রিত হয়েছে। আদর্শ চরিত্রগুলির মহিমা বিবেচিত হলেও তথাকথিত মন্দ চরিত্রের মানুষেরা সকলেই সর্বাংশে অসাধু নয় তাও বিদ্যাপতির লেখনীতে সুস্পষ্ট হয়েছে। গ্রন্থে চাণক্য-চন্দ্রগুপ্তের মতো ঐতিহাসিক চরিত্র স্থান পেয়েছে, অনৈতিহাসিক চরিত্রও এতে কম নেই।

'পুরুষপরীক্ষা' গ্রন্থখানি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সম্পাদনা করেছেন। মূল সহযোগে বঙ্গানুবাদও প্রকাশিত হয়েছে ১৩১১ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গবাসী' থেকে।

Scanned with CamScanner